সক্ষমতা শেষ, তবুও

(শেষ পাতার পর)

ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলা ও শিল্পকারখানার দূষণের পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাও বড় কারণ। খোলা জায়গায় আবর্জনা পোড়ালে বাতাসে ক্ষতিকর কণা ছড়িয়ে পড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুস সালাম জানিয়েছেন, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার দাবি, প্রতিদিন উৎপাদিত বর্জ্যের বড় অংশ প্রক্রিয়াজাত করে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে দুর্গন্ধ ও পরিবেশদূষণ কমানোর দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তবে নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, শুধু পরিকল্পনা ঘোষণা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। প্রতিদিন যেভাবে বর্জ্যের পরিমাণ বাড়ছে, তাতে পুরোনো পদ্ধতিতে এই সংকট মোকাবিলা অসম্ভব। উৎস পর্যায়ে বর্জ্য আলাদা করা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য অংশ পুনরুদ্ধার, জৈব বর্জ্য কম্পোস্টে রূপান্তর এবং আধুনিক স্যানিটারি ল্যান্ডফিল গড়ে তোলা জরুরি। পরিবেশবিদ অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেছেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিনের ব্যর্থতার কারণে নগরবাসীর স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তার মতে, বড় ল্যান্ডফিল ছাড়াও ছোট ছোট ডাম্পিং সাইটে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বর্জ্য পোড়ানো দূষণ বাড়াচ্ছে। নগর পরিকল্পনাবিদ ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, ল্যান্ডফিলের আশপাশে বসবাসকারী মানুষের দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। একটি এলাকার মানুষকে বছরের পর বছর এমন পরিবেশে রেখে দেওয়া যায় না। দ্রুত বিকল্প আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এখনই সমন্বিত উদ্যোগ না নিলে বর্জ্য সমস্যা ভবিষ্যতে বড় জনস্বাস্থ্য সংকটে রূপ নিতে পারে। জনসংখ্যা ও ভোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বর্জ্যও। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া রাজধানীর এই সংকট কাটানো কঠিন হবে।

আজ যশোর সফরে যাচ্ছেন

(শেষ পাতার পর)

বিএনপিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি হয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এরইমধ্যে যশোরবাসীর কাছে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যশোর আসছেন তারেক রহমান। আজ সোমবার সকাল থেকে তিনি ধারাবাহিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় পার করবেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যশোরে। তিন মাসের ব্যবধানে নিজের জীবনের মাত্র দ্বিতীয় সফরে তিনি যশোরবাসীর সামনে উপস্থিত হচ্ছেন ভিন্ন দুই পরিচয়ে-দলীয় ও সরকার প্রধান। প্রথম সফরটি ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান করে জনতার ভোট আদায় করা, আর এবারের সফর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে তাই উচ্ছ্বসিত যশোরবাসী। তাকে বরণ করে নিতে শহর যশোর থেকে শুরু করে পুরো জেলায় সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানিয়ে ব্যানার, ফেস্টুন আর প্লাকার্ডে ছেয়ে গেছে গোটা জনপদ। প্রতিদিন বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের বর্ণাঢ্য মিছিলে মুখরিত হচ্ছে শহর-গ্রাম। একের পর এক প্রস্তুতি সভায় জনতার ঢল নামাতে নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত পরিকল্পনা।

উলাশী খল পুনঃখননের উদ্বোধন: যশোরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শার্শা উপজেলার উলাশী ইউনিয়নে ঐতিহাসিক উলাশী খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন করা। ১৯৭৬ সালের ১ নভেম্বর উলাশী থেকে যদুনাথপুর পর্যন্ত চার কিলোমিটারের এই খাল খনন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পিতা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল খালের উদ্বোধনও করেছিলেন তিনি। কিন্তু, ৫০ বছরের বঞ্চনা, অযত্ন, অবহেলায় খালটি এখন মৃতপ্রায়। একদিন এই খাল খননের মধ্যদিয়ে এলাকার কৃষিসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এটি খনন করতে এলাকার হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। স্থানীয়দের কাছে অতি ভালোবাসার 'জিয়া খাল' নামে পরিচিত উলাশী খালে প্রাণের জোয়ার আনতে কোদালে মাটি কাটবেন শহীদ রাষ্ট্রপতির ছেলে আজকের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। খাল খনন কর্মসূচি নিয়ে শার্শা এবং আশপাশের এলাকায় বইছে প্রাণের উচ্ছ্বাস। প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখা এবং তার কথা শোনার জন্য খালপাড়ে নির্মাণ করা হয়েছে ছোট একটি মঞ্চ। প্রায় প্রতিদিন প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সে স্থান পরিদর্শন করে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেছেন। গেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, স্থানীয় এমপি মাওলানা আজীজুর রহমান থেকে শুরু করে জেলা ও বিএনপির নেতৃবৃন্দও। জেলা বিএনপির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, খাল খনন কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী মূলত স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে সমাবেশে মিলিত হবেন। এটি দলীয় কোন কর্মসূচি হবে না। তিনি আলাপ করবেন খালপাড়ের মানুষদের সাথে। শুনবেন শুরুর কাহিনী। জানবেন দীর্ঘ ৫০ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস। এটি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি হলেও রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের কোন ঘাটতি নেই। ফলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতীক্ষায় পুরো শার্শা সেজেছে রাজসিক সাজে। রাস্তাঘাট সংস্কার করা হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। সরকারি দপ্তরসমূহকে চুনকাম ও নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে। ফুটপাথের অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে।

যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যশোর সফরের মধ্যে রয়েছে শহরলাগোয়া শংকরপুরে অবস্থিত যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন। যশোর উন্নয়নের কারিগর হিসেবে পরিচিতি বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রয়াত নেতা ও সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের মাধ্যমে স্থাপিত হয় যশোর মেডিকেল কলেজ। কিন্তু, প্রতিষ্ঠার ১৬ বছরেও যশোরবাসী একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ পায়নি। অপূর্ণতা রয়ে গেছে ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীসহ যশোরবাসী একের পর এক আন্দোলন সংগ্রাম করেও এই হাসপাতাল নির্মাণ করাতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। যে অপূর্ণতা এবার ঘুচতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাত দিয়ে। তিনি ২৭ এপ্রিল যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন।

ঐতিহ্যবাহী যশোর পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন: ঐতিহ্যবাহী যশোর পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৫১ সালে অর্থাৎ ১৭৫ বছর আগে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যশোর পাবলিক লাইব্রেরি উপমহাদেশের প্রাচীনতম পাঠাগারগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীতে যা স্বাধীন বাংলাশেরও প্রথম ও বৃহৎ বেসরকারি গণ-গ্রন্থাগার। পরবর্তীতে ১৯২৮ সালে যশোর পাবলিক লাইব্রেরি, টাউন ক্লাব ও নিউ আর্য থিয়েটার একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যশোর ইনস্টিটিউট। যশোর ইনস্টিটিউটের অধীনে রয়েছে বি সরকার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এবং একটি সিনেমা হল, যা তসবির সিনেমা হল নামে পরিচিত। যশোর ইনস্টিটিউট নাট্যকলা সংসদ একটা সময় ধারাবাহিকভাবে ভালো ভালো নাটক, যাত্রাপালা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। এখানে রয়েছে যশোরের আর একটি ঐতিহাসিক স্থান-যশোর টাউন হল ময়দান বা মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ ময়দান। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যশোরে ১১ ডিসেম্বর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতারা সে জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। এই টাউন হল ময়দানে দেশের অনেক বড় বড় নেতা জনসভায় বক্তব্য প্রদান করেছেন। কিন্তু কোন সরকার প্রধান কখনো যশোর ইনস্টিটিউট বা পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করেননি। তারেক রহমানই প্রথম সরকার প্রধান হিসেবে যশোর ইনস্টিটিউট বা পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করতে আসছেন। সে কারণে বাড়তি আয়োজনও করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে।

রাজনৈতিক জনসভায় ভাষণ: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সর্বশেষ বিকেলে যশোর কেন্দ্রীয় ঈদগাহে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় ভাষন দেবেন। এজন্য ঈদগাহে মঞ্চ তৈরির কাজসহ সকল প্রকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এটা হবে তারেক রহমানের যশোরে দ্বিতীয় সফরে দ্বিতীয় প্রকাশ্য জনসভায় যোগদান। ২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী জনসভায় তিনি শহরের অনেক বাইরে বক্তব্য রেখে ফিরেছিলেন। এবার তিনি খোদ শহর যশোরের প্রাণকেন্দ্রে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করবেন। ফলে তার এই জনসভা নিয়েই চলছে বাড়তি উন্মাদনা। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে যশোরে বরণ করতে প্রস্তুত যশোরবাসী। প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাকর্মী-সকল ক্ষেত্রেই চলছে শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়। সবকিছু পরিপাটি করা আছে কি না তার খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। শহরের রাস্তাগুলোতে দেওয়া হয়েছে নতুন প্রলেপ। গলি থেকে রাজপথ-সর্বত্রই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে টাঙানো হয়েছে ব্যানার, ফেস্টুন, প্লাকার্ড, সাটানো হয়েছে পোস্টার। প্রচার মাইক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। সমানতালে চলছে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রচার মিছিল বা শুভেচ্ছা মিছিল। একইসাথে চলছে প্রচারণামূলক লিফলেট বিতরণ। বসে নেই জেলা, উপজেলার নেতৃবৃন্দও। তারা একের পর এক সমন্বয় সভা করছেন-দলীয় প্রধানের জনসভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে। যে পালে হাওয়া দিতে খোদ মাঠে রয়েছেন দলের খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। যশোর জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে দলের নেতাকর্মীদের সাথে সাধারণ মানুষও উচ্ছ্বসিত। তার এই আগমন কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়। এর মাধ্যমে যশোরের উন্নয়নের চাকা নতুন করে সচল হবে। যা বিগত ১৭ বছর থমকে গিয়েছিল। এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে সফল করার জন্য যশোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসান বলেন, আমরা ইতোমধ্যে এসএসএফ-এর সাথে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন সমন্বয়ে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। রাস্তার দু'পাশে যেসব অবৈধ স্থাপনা ছিল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সেগুলো উচ্ছেদ করেছি। এছাড়া বিজিবি, র‍্যাব, ডিএসবি, ডিজিএফআই ও এনএসআইসহ সকল গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সেই রাস্তা আমরা নো পার্কিং করে দেবো। যাতে করে জনসাধারণ ও প্রধানমন্ত্রীর সফরে কোনো অসুবিধা না হয়। এছাড়া, ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রতিনিয়ত আনসার, বিজিবি ও র‍্যাবের টহল চলছে।

তিস্তা প্রকল্পে সুফল

(শেষ পাতার পর)

জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর) ৩২ হাজার হেক্টর, দিনাজপুর জেলার তিনটি উপজেলায় (খানসামা, চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর) ছয় হাজার হেক্টর, বগুড়ায় ২৩ হাজার হেক্টর এবং রংপুর জেলার চারটি উপজেলায় (সদর, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ) ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। তিস্তা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সম্প্রতি সরজমিনে দেখা গেছে, গঙ্গাচড়া উপজেলার সয়রা বাড়ি ও বাকপুর পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার খালের (এস আটটি) মাধ্যমে তিস্তা নদীর পানি এনে প্রায় ১৩০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে নদীতে ৮-৯ হাজার কিউসেক পানি প্রবাহিত হচ্ছে, যা গত বছরের এ সময়ে ছিল মাত্র তিন হাজার কিউসেক। তিস্তা প্রকল্পের এমন সেচ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট স্থানীয় কৃষকেরা। গংগাচড়ার বড়বিল ইউনিয়নের কৃষক আব্দুস সালামের সঙ্গে আপলাপকালে বলেন, অন্য উৎস থেকে এক একর জমিতে সেচ দিতে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। তবে তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে মাত্র ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায় সেচ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এক একর জমিতে ৮৫-৯০ মণ ফলনের আশা করছেন।

কৃষকদের মতে, তিস্তার পানিতে থাকা পলি মাটির উর্বরতা বাড়ায়। আলমবিদিতর ইউনিয়নের পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী বলেন, 'তিস্তার পানিতে পলি থাকায় জমিতে একটি আস্তরণ তৈরি হয়, যা দীর্ঘক্ষণ পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। এতে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত হওয়ায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসে। ফলে অন্য সেচ ব্যবস্থার তুলনায় এখানে বিঘা প্রতি ৩-৪ মণ ফলন বেশি পাওয়া যাচ্ছে।

তবে সুফল থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বাকপুর পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল মালেক জানান, ফেব্রুয়ারির আগে পানি না পাওয়ায় অনেককে বীজতলা তৈরির সময় বিকল্প উৎস ব্যবহার করতে হয়েছে। এছাড়া কাঁচা খালে ইঁদুরের গর্ত এবং উঁচু-নিচু জমিতে পানি পৌঁছানোর সমস্যা তো রয়েছেই।

এছাড়া নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় কিছু খালের সংস্কারকাজের জন্য সাময়িকভাবে পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। জানুয়ারির শুরু থেকেই পানি সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ বিদ্যমান সমস্যা দূর করার দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় কৃষকরা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (পিডি) মো. মিজানুর রহমান বাসস'কে বলেন, 'তিস্তা সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬০ কোটি টাকার ডিজেল সাশ্রয় হচ্ছে। চৈত্র মাসে আগাম বৃষ্টির কারণে এবার নদীতে পানি বেশি, জলবায়ু পরিবর্তনের সুফল পাচ্ছেন কৃষকরা।'

সেচের সময় এগিয়ে আনার দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ধান, তামাক, ভুট্টাসহ ভিন্ন ভিন্ন ফসলের কারণে সেচের সময় সমন্বয় করতে হয়। কৃষকরা যদি একই ধরনের ফসল আবাদ করেন, তবে এ সমস্যা নিরসন সম্ভব। বেশকিছু খালের সংস্কারকাজ চলায় এ বছর জমির পরিমাণ আর বাড়ানো সম্ভব হয়নি, তবে আগামী দুই মাস এ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।'

সেলিমা রহমানের বছরে

(শেষ পাতার পর)

গেছে, আয়কর রিটার্নে দেখানো তার সম্পদের পরিমাণ ৬ কোটি ৮৮ লাখ ৯৫ হাজার ৭৩৭ টাকা। ৮৫ বছর বয়সী বিএনপি স্থায়ী কমিটির সেলিমা রহমান ১৯৯১-৯৬ ও ২০০১-২০০৬ মেয়াদে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০১৫ সালের তার নামে মামলা ছিল আটটি, গত বছর নির্বাহী আদেশে প্রত্যাহার হয় সব মামলা। আয়কর রিটার্নে দেখানো সেলিমা রহমানের বার্ষিক আয় ৩৬ লাখ ৩ হাজার ২৩৯ টাকা। বাড়ি ভাড়া, শেয়ার ও ব্যাংক আমানত থেকে আসে তার এ অর্থ।

জ্বালানি সঙ্কট সমাধানে ১০

(শেষ পাতার পর)

আগে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার থেকে সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় সরকার ও বিরোধী দল একমত হয়েছিল। গত ২৩ এপ্রিল ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ কেন্দ্র করে দেশের ভেতরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকট সমাধানে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

কমিটিতে সরকারি দলের পাঁচ সদস্য হলেনড়জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহামুদ টুকু, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, লক্ষ্মীপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য এবিএম আশরাফউদ্দিন, মানিকগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য মইনুল ইসলাম শান্ত এবং শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু।

কমিটির সভাপতি করা হয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহামুদ টুকুকে।

বিরোধী দলের পাঁচ সদস্য হলেনড়সাইফুল আলম মিলন (ঢাকা-১২), আবদুল বাতেন (ঢাকা-১৬), মো. নূরুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩), এনসিপির সংসদ সদস্য আবুল হাসনাত (কুমিল্লা-৪) এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবুল হাসান (সিলেট-৫)।

ক্ষমতার অপব্যবহারের

(শেষ পাতার পর)

হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সার্বক্ষণিক প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাজে সুষ্ঠু ও গতিশীলতা বজায় রাখবেন।

সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী একজন পূর্ণকালীন পিডি হিসাবে হাফিজের কর্মস্হল বিসিক ক্যামিকেল শিল্প পার্ক মুন্সিগঞ্জ প্রকল্প এলাকায়। অথচ সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে ফুড টেকনোলজিতে এমএসসি ডিগ্রীধারী হাফিজুর রহমানকে বিসিকের মহাব্যবস্হাপক, দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করে তাকে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত রেখেছেন।

এটি সরকারী নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিসিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ। প্রকল্প পরিচালক সারাক্ষণ বিসিক প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকলে প্রকল্পের কাজ দেখাশুনা করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

বিসিকের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালগণ শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও হাফিজুর রহমান এর বেলায় ভিন্নধর্মী আচরণ করছেন বিসিক চেয়ারম্যান।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা গেছে হাফিজুর রহমান বিসিক ভবনের এগারতলায় অবস্হিত মহাব্যবস্হাপক, দক্ষতা ও প্রযুক্তির দপ্তরে সাবেক ডিবি প্রধান হারুন ষ্টাইলে খাবার হোটেল চালু করেছেন। সরকারী দপ্তরে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ না থাকা স্বত্তেও কোন ব্যবস্হা নিচ্ছে না বিসিক কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে ২৬ মার্চ স্বাধিনতা দিবসের আপ্যায়নে ৩৫০/- টাকার প্যাকেজের খাবারের বিল বাড়িয়ে ৬৫০/- টাকা করে, প্রায় ২ লাখ টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ উঠেছে। তিনি বাংলা নববর্ষে (১ লা বৈশাখে)শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব,অতিরিক্ত সচিব,যুগ্ম সচিব এবং বিসিক চেয়ারম্যানকে লক্ষাধিক টাকার ইলিশ মাছ উপহার দিয়েছেন বলে গুঞ্জন চলছে। এমনকি তিনি নিজেই দম্ভভরে একথা প্রকাশ করেছেন। এমন প্রচারণায় শিল্প মন্ত্রী, শিল্প সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ও বিসিক চেয়ারম্যানের নীতি আদর্শ প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

বিসিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। অভিযোগের বিষয়ে কথা বলার জন্য হাফিজুর রহমানের সাথে একাধিক বার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি ফোন রিসিভ করেনি ।

সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম

(শেষ পাতার পর)

সারোয়ার মিলন ১৯৮৬-৮৭ সালে শিক্ষা উপমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মানিকগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে মিলন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় সভাপতি (১৯৮১-৮২) ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বে আসেন এবং পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেন। তিনি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি বাংলাদেশ জনতা পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। গোলাম সারোয়ার মিলনের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রধান তথ্য কর্মকর্তা হলেন

(শেষ পাতার পর)

তাকে চুক্তিতে এক বছরের জন্য গ্রেড-১ পদমর্যাদায় এই নিয়োগ দিয়ে রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, তিনি অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই নিয়োগ পেয়েছেন। যোগদানের তারিখ থেকে তার এ নিয়োগ কার্যকর হবে। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। সৈয়দ আবদাল আহমদ বর্তমানে দৈনিক আমার দেশের নির্বাহী সম্পাদক। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের দুই মেয়াদের সাধারণ সম্পাদক।

বিশ্বে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে

(শেষ পাতার পর)

আসতে হবে। রাষ্ট্রদূত তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও রেডিও'র সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাবের কপি মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় তথ্যমন্ত্রী সরকারি পর্যায়ে দুদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, তুরস্ক সফরের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিউনিকেশন ডিরেক্টরেটের পরিচালক প্রফেসর বুরহানউদ্দীন দুরানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়।

হামলার শিকার জামায়াতের

(শেষ পাতার পর)

এসময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, এ ঘটনায় ৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং সুষ্ঠু তদন্ত করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাছুম মোস্তফা বলেন, নেত্রকোণা-৫ আসন এলাকায় আমি আমার সাংগঠনিক ও সামাজিক কাজে যাই।

কাজ শেষ করে ফেরার সময় আমি একটি ফিলিং স্টেশনে দেখতে পাই প্রচুর গাড়ির ভিড়। তখন আমি স্বাভাবিকভাবে সেখানে দাঁড়ালাম।

ফিলিং স্টেশনে আমার গাড়ি রেখে আমি মানুষের খোঁজখবর নিলাম। ইতোমধ্যে মাগরিবের আজান হয়ে যায়। আমি ফিলিং স্টেশনের নামাজের জায়গায় নামাজ পড়তে যাই আমার লোকজনসহ। এই মুহূর্তে বিএনপির কিছু লোক, যারা বিএনপির নাম ধারণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী। তারা আমার গাড়ির ওপর হামলা চালায়। আমার লোকজন যারা শব্দ শুনে আসে তাদের ওপর হামলা করে। শারীরিকভাবে নির্যাতন করে এবং আমি যে মসজিদে ছিলাম সেই মসজিদে গিয়ে আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। মুসল্লিরা মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেন।

তিনি বলেন, সেই মসজিদের দরজা ভাঙার জন্য বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে তারা দরজার ওপর আঘাত করে এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মারার জন্য হুমকি দেয়। তারা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। পরে আমি শুনতে পাই যে সেখানে পেশাদার কিলারকে নেওয়া হয়েছিল, যাতে আমাকে হত্যা করা হয়। মসজিদের মুসল্লিদের প্রতিরোধের মুখে তারা দরজা ভাঙতে পারে নাই বলে আজ স্পিকার আপনার সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে। না হয় আজ আমার জন্য এখানে শোক প্রস্তাব আনতে হতো এবং আমার জন্য হয়ত আপনারা এক মিনিট নীরবতা পালন করতেন। আমি আপনার কাছে আমার নিরাপত্তা চাই, আমার পরিবারের নিরাপত্তা চাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমি আমার এলাকার সংগঠনের কর্মীদের নিরাপত্তা চাই। আমাকে জনগণ জিজ্ঞেস করেছে যে কী অপরাধে আপনার ওপর হামলা করা হলো? আমি অপরাধটা বলতে পারি নাই। এরপর স